২৮

দৈনিক বাংলা

তারিখ 30 JAN 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি

দেশব্যাপী শিক্ষাঙ্গনে ভর্তির এক অভিন্ন চিত্র আছে। প্রয়োজনের তুলনায় আসন সংখ্যার অভাব। ঢাকা হোক, রাজশাহী হোক, অবস্থার বড় একটা তারতম্য নেই।

দৈনিক বাংলার রিপোর্টে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর জানা গেছে। সেখানে ১৯৯৩-৯৪ শিক্ষাবর্ষে অনার্সে ভর্তি পরীক্ষায় ৩১ হাজার আবেদনপত্র জমা পড়েছে। কিন্তু আসন আছে মাত্র ৩ হাজার অর্থাৎ আসন সংখ্যার চেয়ে দশগুণেরও বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে চায়। প্রয়োজনের এক দশমাংশ বা তারও কম আসন রয়েছে। আমাদের দেশের সামগ্রিক শিক্ষার অবস্থা খুব সন্তোষজনক নয়। বিশেষ করে উচ্চ শিক্ষার অবস্থা আরো হতাশাব্যঞ্জক। দেশে উচ্চ শিক্ষিত মানুষের সংখ্যা এক শতাংশেরও কম। দেশে উচ্চ ও প্রকৃত শিক্ষার সুযোগ সীমিত—এ কথা মানতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী সুযোগ সৃষ্টি করা সম্ভব হলে উচ্চ শিক্ষিতের হার বৃদ্ধি পাবে এমন মনে করার কারণ আছে। প্রায় প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়েই আসন সংখ্যার চেয়ে কয়েকগুণ বেশী ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে আসে। এ ঘটনা প্রায় প্রতি বছর ঘটছে। যারা ভর্তির সুযোগ পায় তাদের চেয়ে বেশী ছাত্রছাত্রী সুযোগ না পেয়ে ফিরে যায়। যারা সুযোগ পায় না তারা যে সবাই অযোগ্য একথা বলা যাবে না। আসনের অভাবে অনেক মেধাবী শিক্ষার্থীও ভর্তি হতে পারে না। তাই সবাই সুযোগ পেলে উচ্চ শিক্ষিতের হার যে উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ত এমন কথা বলা হয়ত অসঙ্গত হবে না।

এ অবস্থা একটা ভিশাস সারকেল তৈরি করেছে বলা যায়। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ নিতে গেলেও এখন সংকট দেখা দিচ্ছে। শিক্ষকের অভাব। উচ্চ শিক্ষার প্রসার চাইলে যোগ্য উচ্চ শিক্ষিত শিক্ষকেরও প্রয়োজন হবে। বিশ্ববিদ্যালয় বা উচ্চ শিক্ষাঙ্গন তো শুধু ইমারত নয়। উচ্চ শিক্ষা প্রসারের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন সন্দেহ নেই। দেশে সর্বামোট নয়টির মত বিশ্ববিদ্যালয় আছে। এগারো কোটি মানুষের দেশে এ সংখ্যা নিশ্চয় যথেষ্ট নয়। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হলেই তা সঠিকভাবে চলবে এ নিশ্চয়তা দেয়া যায় না। উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু রাখার জন্য যোগ্য শিক্ষকসহ বিভিন্ন সরঞ্জাম মজুত রাখার প্রয়োজন আছে। এই প্রস্তুতি নেয়া অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না।

দেশে কয়েকটি কলেজকে বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে উন্নীত করার চেষ্টা ইতিমধ্যে নেয়া হয়েছে। ওই সব কলেজে অনার্স কোর্স, কোথাও বা মাস্টার্স কোর্সও চালু করা হয়েছে। কিন্তু কলেজগুলি এক্ষেত্রে আশানুরূপ সাফল্য অর্জন করতে পারেনি। কারণ, ওই কলেজের শিক্ষার মান মূল বিশ্ববিদ্যালগুলির সমকক্ষ হয়নি। যোগ্য শিক্ষকের অভাব আছে ওসব কলেজে। লাইব্রেরী, গবেষণাগার ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জামও উপযুক্ত নয়। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে সুযোগ পাওয়া সম্ভব হলে ওখানে কেউ ভর্তি হতে চায় না। এই সব বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলির শিক্ষার মান উন্নত করতে পারলেও বিশ্ববিদ্যালয়গুলির ওপর চাপ হয়ত কমত আংশিকভাবে।

একটা উন্নয়নশীল দেশ হিসাবে আমরা শিক্ষার উন্নয়ন চাইব। উন্নত শিক্ষা বা উচ্চ শিক্ষার পক্ষেও বলব। উন্নয়নের জন্যও প্রকৃত উচ্চ শিক্ষা দরকার। শিক্ষক, গবেষক, প্রযুক্তিবিদরাই তো উন্নয়ন পরিকল্পনা নেবেন। তার বাস্তবায়ন পরিচালিত করবেন। এ লক্ষ্যে দেশে আরো উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালু করা প্রয়োজন। উচ্চ শিক্ষাঙ্গনে ভর্তি হতে আসা ছাত্রছাত্রীরা যাতে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে ফিরে না যায় তা নিশ্চিত করা উচিত।